ভোরের কাগজ

তারিখ ... MAY 2 1 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

১৭৭

চ.বিতে উত্তেজনা অব্যাহত, ক্লাস ও পরীক্ষা ৩১ মে পর্যন্ত স্থগিত

নিজের অস্ত্রে নিজেই গুলিবিদ্ধ ছাত্রলীগের এক ক্যাডার

চট্টগ্রাম অফিস : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনসমূহ যেকোনো মুহূর্তে আবারো রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িয়ে যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির কর্মী নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিবির গতকাল চট্টগ্রাম মহানগরীতে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আমানত হলে ছাত্রলীগের এক ক্যাডার গতকাল নিজের অস্ত্র পরীক্ষা করতে গিয়ে নিজেই গুলিবিদ্ধ হয়েছে। এদিকে সিন্ডিকেটের এক জরুরি বৈঠকে আগামী ৩১ মে পর্যন্ত সকল ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সবকটি আবাসিক হল, পার্শ্ববর্তী কটেজ এবং জোবরা গ্রামে সশস্ত্র ক্যাডারদের অবস্থান লক্ষ্য করা গেছে। ছাত্রলীগ এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের ক্যাডাররা এখন সশস্ত্র অবস্থানে রয়েছে। যথাসময়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিলে ক্যাম্পাসে যেকোনো সময় আবারো রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা করা হচ্ছে। আবাসিক হলসমূহ এবং ক্যাম্পাস এলাকায় শত শত বহিরাগত এবং সশস্ত্র ক্যাডার অবস্থান করলেও পুলিশ গত বুধবার ভোর থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত চারটি আবাসিক হলে তল্লাশি চালিয়ে কোনো অস্ত্র উদ্ধার বা কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

অন্যদিকে গতকাল এক জরুরি সিন্ডিকেট বৈঠকে আগামী ৩১ মে পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

শিবির নেতা জোবায়ের হোসেন নিহত হলে সিন্ডিকেট গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সকল ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত করেছিল। সিন্ডিকেট গত ১৫ মের সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। এ ছাড়া বিবদমান দুটি ছাত্র সংগঠন এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর সালেহ আহমেদকে প্রধান করে চার সদস্যের একটি লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ইসলামী ছাত্রশিবির বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল মহানগরীতে মিছিল করেছে। শিবিরের মিছিলটি লালদীঘি থেকে আন্দরকিল্লা, মোমিন রোড, জামালখান হয়ে চট্টগ্রাম কলেজের দিকে যাওয়ার সময় গাড়ি ভাঙচুর এবং দোকানপাটে ইট-পাটকেল ছুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। এ সময় এসব রোডে যান চলাচল ও দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। শিবিরের সন্ত্রাসীরা একটি জাতীয় দৈনিকের চট্টগ্রাম ব্যুরো অফিসে পাথর নিক্ষেপ করে। তবে কেউ আহত হয়নি।

গতকাল বিকালে আমানত হলের ভিতরে একজন ছাত্র মুখে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। গুলিবিদ্ধ ছাত্রের নাম সাইফুল এবং সে ঐ হলের ৩৩৭ নং কক্ষের আবাসিক ছাত্র বলে জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, আহত সাইফুল নিজের অস্ত্র পরীক্ষা করতে গিয়ে মুখে গুলিবিদ্ধ হয়। মারাত্মক আহতাবস্থায় তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গেছে, সাইফুল ছাত্রলীগের একজন ক্যাডার। পুলিশের নিষ্ফল হল তল্লাশির ১৮ ঘন্টার মাথায় এ ঘটনা ঘটে।

গতকালও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিবির এবং ছাত্রঐক্য মুখোমুখি হয়েছিল। তবে পুলিশের হস্তক্ষেপে মারাত্মক কিছু ঘটেনি। সিন্ডিকেট ৩১ মে পর্যন্ত ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত করলেও শিবির ও ছাত্রঐক্য তাদের পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি পরিবর্তন করেনি। এদিকে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য এবং সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ছাত্রঐক্য সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে।